বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২নং অরফ্যানেজ রোড, বকশিবাজার, ঢাকা-১২১১

Website: **www.bmeb.gov.bd,** E-mail: **info@bmeb.gov.bd,** Fax: **58616681, 58617908, 58617908, 961557**

নং- বামাশিবো/কারিকুলাম/৯২/৪৮৪

তারিখ: ২৩ পৌষ ১৪২৭ বং / ০৭ জানুয়ারি ২০২১ খ্রি.

বিজ্ঞপ্তি

বিষয়: ২০২১ সালের ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণির অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা এবং জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষা ২০২১ খ্রি.-এর বিষয় কাঠামো ও নম্বরবণ্টন

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)'র স্মারক নং ৩৭.০৬.০০০০.৪০২.২২.৩৪২.১৯ (পার্ট-২)/২১৬৬(১)/৭ তারিখ: ২৭.১২.২০২০ খ্রি. অনুসারে ২০২১ সালের ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণির অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার নম্বর বন্টন পরিমার্জন করা হয়েছে। উল্লিখিত শ্রেণিসমূহের বিষয় কাঠামো ও পরিমার্জিত নম্বর বন্টন এবং জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষা ২০২১-এর বিষয় কাঠামো, বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নের ধারা ও নম্বরবণ্টন নিম্নে প্রকাশ করা হলো:

দাখিল ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণি

ক্রমিক নং	বিষয়ের নাম	বিষয় কোড	নম্বর বণ্টন		
			সামষ্টিক মূল্যায়ন	ধারাবাহিক মূল্যায়ন	মোট নম্বর
১.	কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ	১০১	৭০	৩০	১০০
২.	আকাইদ ও ফিকহ	১৩৩	৭০	৩০	১০০
৩.	আরবি ১ম পত্র	১০৩	৭০	৩০	১০০
৪.	আরবি ২য় পত্র	১০৪	৭০	৩০	১০০
৫.	বাংলা	১০৬	৭০	৩০	১০০
৬.	ইংরেজি	১০৭	৭০	৩০	১০০
৭.	গণিত	১০৮	৭০	৩০	১০০
৮.	বিজ্ঞান	১১৭	৭০	৩০	১০০
৯.	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়	১৪৩	৭০	৩০	১০০
১০.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT)	১৪০	৩৫	১৫	৫০
১১.	কৃষিশিক্ষা **অথবা**, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান	১১৩ ১১৮	৭০	৩০	১০০
১২.	কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা **অথবা**, শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য	১৪১ ১৪২	-	৫০	৫০
সর্বমোট			৭৩৫	৩৬৫	১,১০০

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

১. সকল বিষয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়ন থাকবে;

২. ধারাবাহিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এনসিটিবি'র নির্দেশনা (সংযোজিত) অনুসরণ করতে হবে;

৩. ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় আরবি ১ম পত্রে আরবি ভাষার বাচনিক দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য ১০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

দাখিল ৮ম শ্রেণির অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা

দাখিল ৮ম শ্রেণির অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার জন্য নিম্নের নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে:

১. দাখিল ৮ম শ্রেণির অর্ধবার্ষিক পরীক্ষায় জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষা ২০২১-এর জন্য নির্ধারিত বিষয়সমূহ থাকবে। [দ্রষ্টব্য: জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষা ২০২১-এর ছক]

২. অর্ধবার্ষিক পরীক্ষায় সকল বিষয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়ন থাকবে। তবে, বিবেচ্য ছকের ক্রমিক নং ১ হতে ১১ পর্যন্ত প্রতি বিষয়ের মোট নম্বরে ধারাবাহিক মূল্যায়ন থেকে ৩০% অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার মোট নম্বরের জন্য বিবেচিত হবে। ক্রমিক নং ১২-এর বিষয়ের পূর্ণ নম্বরের ধারাবাহিক মূল্যায়ন হবে;

৩. ধারাবাহিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এনসিটিবি'র নির্দেশনা (সংযোজিত) অনুসরণ করতে হবে;

৪. অর্ধবার্ষিক পরীক্ষায় বিবেচ্য ছকের ক্রমিক নং ১ হতে ১১ পর্যন্ত সকল বিষয়ে জেডিসি পরীক্ষা ২০২১-এর ন্যায় পূর্ণ নম্বরের (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি: ৫০ এবং বাকি সকল বিষয়: ১০০) সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। তবে, এ পূর্ণ নম্বরের ৭০% অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার মোট নম্বরের জন্য বিবেচিত হবে;

৫. বিবেচ্য ছকের ক্রমিক নং ১ হতে ১১ পর্যন্ত বিষয়সমূহে ধারাবাহিক মূল্যায়নের ৩০% নম্বরের সাথে ক্রমিক নং ৪-এ উল্লিখিত সামষ্টিক মূল্যায়নের ৭০% নম্বর যোগ করে অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার মোট নম্বর হিসাব করা হবে

৬. ৮ম শ্রেণির অর্ধবার্ষিক পরীক্ষায় আরবি ১ম পত্রে আরবি কথোপকথনে ১০ নম্বরের পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষা ২০২১

ক্রমিক নং	বিষয়ের নাম	বিষয় কোড	নম্বর বণ্টন		
			সামষ্টিক মূল্যায়ন	ধারাবাহিক মূল্যায়ন	মোট নম্বর
১.	কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ	১০১	১০০	-	১০০
২.	আকাইদ ও ফিকহ	১৩৩	১০০	-	১০০
৩.	আরবি ১ম পত্র	১০৩	১০০	-	১০০
৪.	আরবি ২য় পত্র	১০৪	১০০	-	১০০
৫.	বাংলা	১০৬	১০০	-	১০০
৬.	ইংরেজি	১০৭	১০০	-	১০০
৭.	গণিত	১০৮	১০০	-	১০০
৮.	বিজ্ঞান	১১৭	১০০	-	১০০
৯.	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়	১৪৩	১০০	-	১০০
১০.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT)	১৪০	৫০	-	৫০
১১.	কৃষিশিক্ষা অথবা, উর্দু অথবা, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান অথবা, ফার্সি	১১৩ ১১৬ ১১৮ ১২৩	-	১০০	১০০
১২.	কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা অথবা, শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য	১৪১ ১৪২	-	৫০	৫০
সর্বমোট			৯৫০	১৫০	১,১০০

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

১. জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষা ২০২১ প্রচলিত নিয়মে অনুষ্ঠিত হবে;

২. উপর্যুক্ত ছকের ক্রমিক নং ১ হতে ১০ পর্যন্ত বিষয়ের পূর্ণ নম্বরের সামষ্টিক এবং ক্রমিক নং ১১ হতে ১২ পর্যন্ত বিষয়ের পূর্ণ নম্বরের ধারাবাহিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে।

বিস্তারিত সিলেবাস, বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নের ধারা ও নম্বরবন্টন

০১। কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ (১০১)

পূর্ণমান: ১০০ **সময়: ৩.০০ ঘন্টা**

নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক: কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ, দাখিল ৮ম শ্রেণি, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

মানবণ্টন

১. সৃজনশীল অংশ : মান- ৭০

(ক বিভাগ) ১ম ও ৩য় অধ্যায় (কুরআন মাজিদ অংশ) থেকে ৭টি প্রশ্নের মধ্যে ৫টি এবং ৪র্থ অধ্যায় (তাজভিদ অংশ) থেকে ২টি প্রশ্নের মধ্য থেকে ১টি সহ মোট ৬টি সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে।

১০ × ৬ = ৬০

(খ বিভাগ) অর্থসহ সুরার অংশ বিশেষ মুখস্থ লিখন: ২য় অধ্যায়ের যে কোন ২টি সুরার অংশ বিশেষ (কমপক্ষে ৫টি আয়াত) হতে ১টি বাংলায় অর্থসহ মুখস্থ লিখতে হবে। ১০ × ১ = ১০

৭০

২. বহুনির্বাচনী অভীক্ষা অংশ: মান- ৩০

১ম ও ৩য় অধ্যায়ের মধ্য হতে ২৪টি এবং ৪র্থ অধ্যায় (তাজভিদ অংশ) হতে ৬টি সহ মোট ৩০টি প্রশ্ন থাকবে; ৩০টির উত্তর লিখতে হবে– ১×৩০ = ৩০

সর্বমোট = ১০০

০২। আকাইদ ও ফিকহ (১৩৩)

পূর্ণমান: ১০০ **সময়: ৩.০০ ঘন্টা**

নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক: আকাইদ ও ফিকহ, দাখিল ৮ম শ্রেণি, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

মানবণ্টন

১. সৃজনশীল অংশ: মান-৭০

ক) আকাইদ অংশ থেকে ৩টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে; ২টির উত্তর লিখতে হবে– ১০×২ = ২০

খ) ফিকহ অংশ থেকে ৫টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে; ৩টির উত্তর লিখতে হবে– ১০×৩ = ৩০

গ) আখলাক অংশ থেকে ২টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে; ১টির উত্তর লিখতে হবে– ১০×১ = ১০

ঘ) অর্থসহ মাসনুন দোয়া মুখস্থ লিখন; ২টি থেকে ১টির উত্তর লিখতে হবে– ১০×১ = ১০

৭০

২. বহুনির্বাচনী অভীক্ষা অংশ: মান- ৩০

আকাইদ অংশ হতে ১০টি, ফিকহ অংশ হতে ১৫টি এবং আখলাক অংশ হতে ৫টিসহ মোট ৩০টি প্রশ্ন থাকবে; ৩০টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে– ১×৩০ = ৩০

সর্বমোট = ১০০

০৩। আরবি ১ম পত্র (১০৩)

পূর্ণমান: ১০০ সময়: ৩.০০ ঘন্টা

الكتاب المقرر: اللغة العربية الاتصالية

المنشور من مجلس التعليم لمدارس بنغلاديش

الكتاب تماما من الدرس الأول إلى الدرس الثانى والعشرين–

توزيع الدرجات [মানবন্টন]

ألف) النص المدروس: الدرجات– **٣٢**

١– الأسئلة والأجوبة (ثلاثة من خمسة): ٤×٣ = ١٢

٢– الأسئلة المتعلقة بالنص (خمسة من ثمانية): ٤×٥ = ٢٠

(ا– تعيين صحيح وخطاء، ب– إملاء الفراغ، ج– استبدال المفرد والجمع وتكوين الجملة، د– تحقيق، ه– الالفاظ المرادفة والمتضادة، و– استخراج الأفعال من النص و تعيين النوع من حيث البحث، ز– استخراج الأسماء المشتقة من النص و تعيين نوعها، ح – تصريف الأفعال من النص حسب الضمائر المرفوعة ، ط – استخراج الأسماء المرفوعة / المنصوبة / المجرورة من النص ي– صوغ الحوار باستخدام الكلمات من الكوسين حسب المثال).

ب) النص غير المدروس: الدرجات– **١٨**

١– الأسئلة والاجوبة (ثلاثة من خمسة): ٣×٢ = ٦

٢– الأسئلة المتعلقة بالنص (ثلاثة من خمسة): ٣×٤ = ١٢

(ا– استبدال العدد، ب– استخراج الأسماء من النص و تعيين نوعها من الجمود والمصدر والمشتقات، ج– تشكيل الجمل من النص، د– الوصل بين المجموعتين، ه– استخراج الألفاظ المذكرة أو المؤنثة وتغييرها)

ج) النظم: الدرجات– **٢٠**

١– كتابة القصيدة حفظا (واحد من اثنين): ١×٨ = ٨

٢– الأسئلة المؤجزة (اثنين من أربعة): ٢×٣ = ٦

٣– التشريح (واحد من ثلاثة): ١×٦ = ٦

د) اختبار المفردات والكتابة: الدرجات– **٣٠**

١– إملاء فراغات الجمل مع القرائن: ٢×٥ = ١٠

٢– تكوين الحوار بستة جمل على الأقل (واحد من اثنين): ١×١٠ = ١٠

٣– ترتيب الكلمات لتكوين الجمل المفيدة ٢×٥ = ١٠

المجموعة: ١٠٠

০৪। আরবি ২য় পত্র (১০৪)

পূর্ণমান: ১০০ সময়: ৩.০০ ঘন্টা

নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক: قواعد اللغة العربية

المنشور من مجلس التعليم لمدارس بنغلاديش

الكتاب تماما من الوحدة الأولى إلى الوحدة الخامسة

توزيع الدرجات [মানবন্টন]

الف) القواعد: الدرجات– ৩০

١– الأسئلة المؤجزة من قسم الصرف (اثنين من أربعة) ١٠ = ٥×٢

٢– الأسئلة المؤجزة من قسم النحو (أربعة من ستة) ٢٠ = ٥×٤

(ب) اختبارالقواعد: (ستة من ثمانية) [٦×٥ = ٣٠] ৩০

(**ألف**) تصريف الأفعال حسب الضمائر المرفوعة، **ب**) تغيير الصيغ ، **ج**) استخراج المادة و تعيين الجنس **د**) التعليل، **ه**) تصحيح الجمل، **و**) تشكيل الجمل، **ز**) استخراج الاصطلاحات، **ح**) بيان الإعراب للألفاظ المرسومة، **ط**) تركيب الجمل، **ى**) استخراج حروف الجر)

ج) الترجمة والإنشاء: الدرجات– ৪০

١– الترجمة من العربية إلى البنغالية (خمسة من ثمانية): ١٠ = ٥×٢

٢– الترجمة من البنغالية إلى العربية (خمسة من ثمانية): ١٠ = ٥×٢

٣– كتابة العريضة أو الرسالة: ١٠ = ١×١٠

٤– كتابة المقالة (واحد من أربعة): ١٠ = ١×١٠

المجموعة – ١٠٠

০৫। বাংলা (১০৬)

পূর্ণমান: ১০০ সময়: ৩.০০ ঘন্টা

পাঠ্যপুস্তক: সাহিত্য কণিকা, দাখিল ৮ম শ্রেণি, এনসিটিবি, ঢাকা

- **সৃজনশীল অংশ: মান- ৪০**
- **নির্মিতি অংশ: মান-৩০**
- **বহুনির্বাচনী অংশ: মান- ৩০**

সৃজনশীল অংশ: মান-৪০

- গদ্যাংশ থেকে ৩টি এবং পদ্যাংশ থেকে ৩টি করে মোট ৬টি সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে। ২টি করে মোট ৪টি সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে ১০×৪ = ৪০

নির্মিতি অংশ: মান-৩০

- সারাংশ ও সারমর্ম থেকে ২টি প্রশ্ন থাকবে; যে কোন ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে ০৫
- ভাব সম্প্রসারণ থেকে ২টি প্রশ্ন থাকবে; যে কোন ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে ০৫
- পত্র/ দরখাস্ত থেকে ২টি প্রশ্ন থাকবে; যে কোন ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে ০৫
- ৩টি বিষয়ের মধ্যে যে কোন ১টি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করতে হবে ১৫

৩০

বহুনির্বাচনী অংশ: মান-৩০

গদ্যাংশ থেকে ৮টি, পদ্যাংশ থেকে ৮টি এবং ব্যাকরণ অংশ থেকে ১৪টিসহ মোট ৩০টি বহুনির্বাচনী প্রশ্ন থাকবে; সবকয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ৩০

সর্বমোট = ১০০

নির্বাচিত গদ্য		
২০১৮, ২০১৯ ও ২০২০ সালের জেডিসি পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত গদ্যসমূহ		
ক্রমিক	গদ্য	লেখকের নাম
১।	অতিথির স্মৃতি	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
২।	ভাব ও কাজ	কাজী নজরুল ইসলাম
৩।	পড়ে পাওয়া	বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়
৪।	তৈলচিত্রের ভূত	মানিক বন্দোপাধ্যায়
৫।	এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম	শেখ মুজিবুর রহমান
৬।	আমাদের লোকশিল্প	কামরুল হাসান
৭।	সুখী মানুষ	মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ
৮।	মদিনার পথে	মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী
৯।	বাংলা নববর্ষ	শামসুজ্জামান খান
১০।	বাংলা ভাষার জন্মকথা	হুমায়ুন আজাদ

নির্বাচিত পদ্য		
২০১৮, ২০১৯ ও ২০২০ সালের জেডিসি পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত পদ্যসমূহ		
ক্রমিক	গদ্য	লেখকের নাম
১।	বঙ্গভূমির প্রতি	মাইকেল মধুসূদন দত্ত
২।	দুই বিঘা জমি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩।	পাছে লোকে কিছু বলে	কামিনী রায়
৪।	প্রার্থনা	কায়কোবাদ
৫।	বাবুরের মহত্ত্ব	কালিদাস রায়
৬।	নারী	কাজী নজরুল ইসলাম
৭।	আবার আসিব ফিরে	জীবনানন্দ দাশ
৮।	রুপাই	জসীম উদ্‌দীন
৯।	মাগো ওরা বলে	আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ
১০।	একুশের গান	আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

বাংলা ব্যাকরণ অংশ	
২০১৮, ২০১৯ ও ২০২০ সালের জেডিসি পরীক্ষার সিলেবাস বা পাঠ্যক্রম হিসেবে নির্বাচিত অধ্যায়সমূহ	
ক্রমিক	অধ্যায়ের নাম
১।	ভাষা
২।	মাতৃভাষা ও রাষ্ট্রভাষা
৩।	সাধু ও চলিত ভাষারীতির পার্থক্য
৪।	ধ্বণি ও বর্ণ
৫।	ম-ফলা ও ব-ফলার উচ্চারণ
৬।	সন্ধি
৭।	বিসর্গ সন্ধি
৮।	শব্দ ও পদ
৯।	লিঙ্গান্তরের নিয়ম ও উদাহরণ
১০।	ধাতু ও ক্রিয়াপদ
১১।	মৌলিক ও সাধিত ধাতু
১২।	ক্রিয়ার কাল
১৩।	শব্দগঠন
১৪।	ধ্বনাত্মক শব্দ, অনুকার শব্দ ও শব্দ দৈত

১৫।	বাক্য
১৬।	বাক্যগঠনের শর্ত
১৭।	খন্ডবাক্য, স্বাধীন ও অধীন খন্ডবাক্য
১৮।	সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্যের গঠন
১৯।	বিরামচিহ্ন
২০।	কমা, সেমিকোলন, কোলন ও হাইফেন-এর ব্যবহার
২১।	বানান
২২।	বানানের কয়েকটি সাধারণ নিয়ম
২৩।	শব্দার্থ
২৪।	সমার্থক শব্দ প্রয়োগে বাক্য রচনা
২৫।	বাগধারা

নির্মিতি অংশ	
২০১৮, ২০১৯ ও ২০২০ সালের জেডিসি পরীক্ষার সিলেবাস বা পাঠ্যক্রম হিসেবে ৫টি অধ্যায় নির্বাচিত করা হলো	
ক্রমিক	অধ্যায়সমূহ
১।	সারাংশ
২।	সারমর্ম
৩।	ভাবসম্প্রসারণ
৪।	পত্র রচনা
৫।	প্রবন্ধ রচনা

০৬। Subject: English (107)

Total Marks-100 **Time: 3 Hrs**

Textbook: English For Today

Part A: Seen Part (20)

Test Item	Item-wise marks
Reading (MCQ)	(1×7) 7
Gap filling (without clues)	5
Short questions (Four questions to be answered out of five)	(2×4) 8

Part B: Unseen part (25)

Test Item	Item-wise marks
Information transfer (1 text)	5
True/False	5
Cloze test with clues	(0.5×10) 5
Cloze test without clues	(1×5) 5
Matching	5

Part C: Grammar (25)

Test Item	Item-wise marks
Speech	5
Punctuation	5
Use of Articles	5
Changing sentences (Voice, Sentences, Interrogative, Affirmative, Negative, Exclamatory)	5
Suffixes and Prefixes	5

Part D: Writing (30)

Test Item	Item-wise marks
Dialogue	10
Paragraph	10
Formal/Informal e-mail	10

N: B:

For load minimizing the following chapters will be excluded from the syllabus:

- English for Today based paper 1: Unit 3, Unit 4, and Unit 8
- Grammar and composition based paper 2

  Grammar items: Degree of comparison, gerund and participle, modals, linking words

  Summary writing, completing story.

০৭। গণিত (১০৮):

পূর্ণমান: ১০০ **সময়: ৩.০০ ঘন্টা**

নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক: গণিত, দাখিল ৮ম শ্রেণি, এনসিটিবি, ঢাকা

সৃজনশীল প্রশ্নঃ ৭০ **সময়ঃ ২.৩০ ঘন্টা**

ক বিভাগ: পাটিগণিত

প্যাটার্ন থেকে ১টি, মুনাফা থেকে ১টি ও পরিমাপ থেকে ১টি করে মোট ৩টি প্রশ্ন থাকবে। ২টির উত্তর দিতে হবে।

প্রশ্নের মান ১০×২=২০

খ বিভাগ: বীজগণিত

বীজগনিতীয় সূত্রাবলী ও প্রয়োগ থেকে ১টি, বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ থেকে ১টি এবং সরলসহ সমীকরণ থেকে ১টি করে মোট ৩টি প্রশ্ন থাকবে; ২টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রশ্নের মান ১০×২=২০

গ বিভাগ: জ্যামিতি

উপপাদ্য থেকে ১টি, সম্পাদ্য থেকে ১টি এবং অনুশীলনী থেকে ১টি করে মোট ৩টি প্রশ্ন থাকবে; ২টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রশ্নের মান ১০×২=২০

ঘ বিভাগ: পরিসংখ্যান

তথ্য ও উপাত্ত থেকে ২টি প্রশ্ন থাকবে; ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রশ্নের মান ১০×১ = ১০

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন: ৩০

৩০টি প্রশ্ন থাকবে; সব কয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১
(পাটিগণিত থেকে ৯টি, বীজগণিত থেকে ৯টি, জ্যামিতি থেকে ৯টি এবং প্যাটার্ন থেকে ৩টি প্রশ্ন থাকবে)

১×৩০ = ৩০

০৮। বিজ্ঞান (১১৭)

পূর্ণমান: ১০০ **সময়: ৩.০০ ঘন্টা**

নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক: বিজ্ঞান, দাখিল ৮ম শ্রেণি, এনসিটিবি, ঢাকা
পূর্ণমান: ১০০

প্রশ্নের ধারা ও মান বন্টন

সৃজনশীল প্রশ্ন: ৭০ নম্বর

পাঠ্যপুস্তকের অধ্যায়গুলো থেকে ১১টি প্রশ্ন থাকবে। যে কোন ৭টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ৭×১০= ৭০

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন: ৩০ নম্বর

পাঠ্যপুস্তকের অধ্যায়গুলো থেকে ৩০টি প্রশ্ন থাকবে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ১×৩০ = ৩০

সর্বমোট: ১০০

বিঃ দ্রঃ বিজ্ঞান বিষয়ে কোন গ্রুপ বিভাজন থাকবে না। সম্পূর্ণ সিলেবাস হতে সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনী প্রশ্ন থাকবে।

৯। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (১৪৩)

পূর্ণমান: ১০০ সময়: ৩.০০ ঘন্টা

নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, এনসিটিবি, ঢাকা

সৃজনশীল প্রশ্ন: ৭০
বহুনির্বাচনী প্রশ্ন: ৩০
(মোট অধ্যায় আছে ১৩টি। প্রশ্নপত্র প্রণয়নে প্রতিটি অধ্যায় থেকে প্রশ্ন প্রণীত হবে)

প্রশ্নের ধারা ও মানবন্টন

ক) সৃজনশীল প্রশ্ন: পাঠ্যপুস্তক থেকে ১১টি প্রশ্ন থাকবে তন্মধ্যে ৭টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। ১০×৭ = ৭০

নোট: এ বিষয়ে কোন গ্রুপ বিভাজন থাকবে না। সম্পূর্ণ পাঠ্যপুস্তক হতে সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনী প্রশ্ন থাকবে)

খ) বহুনির্বাচনী: সম্পূর্ণ পাঠ্যপুস্তক থেকে মোট ৩০টি প্রশ্ন থাকবে; ৩০টির উত্তর দিতে হবে।

১×৩০ = ৩০
সর্বমোট = ১০০

১০। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (১৪০)

পূর্ণমান: ৫০ সময়: ২.০০ ঘন্টা

নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, এনসিটিবি, ঢাকা

১। ২৫টি বহুনির্বাচনী প্রশ্ন থাকবে; ২৫টিরই উত্তর দিতে হবে ১×২৫ = ২৫
২। ৮টি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন থাকবে; ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে– ৫×৫ = ২৫
বিঃ দ্রঃ ৫টি অধ্যায়ের সবকটি থেকে প্রশ্ন প্রণয়ন করতে হবে। **মোট = ৫০**

শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এবং কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা বিষয়সমূহ জেডিসি পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত না করে ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তিক, মনোপেশিজ ও আবেগীয় ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মানযাচাই বিষয়ে নম্বর বন্টন:

১১। কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা (১৪১)

পূর্ণমান : ৫০

নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক: কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা, এনসিটিবি, ঢাকা

তত্ত্বীয় : ৩০ (শ্রেণির কাজ ও বাড়ির কাজ: ১০, শ্রেণি অভীক্ষা: ২০)
ব্যবহারিক : ২০

তত্ত্বীয় অংশ

- শ্রেণির কাজ মূল্যায়ন করে নম্বর প্রদান করতে হবে।
- কমপক্ষে ৩টি শ্রেণি অভীক্ষা নিতে হবে। সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ২টি শ্রেণি অভীক্ষার নম্বর বিবেচনা করতে হবে।

ব্যবহারিক অংশ

- কমপক্ষে ২টি ব্যবহারিক কাজ দিতে হবে। সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ১টির নম্বর বিবেচনা করতে হবে।

১২। বিষয়: শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য (১৪২)

পূর্ণমান : ৫০

নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক: শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, এনসিটিবি, ঢাকা

তত্ত্বীয় : ২০ (শ্রেণি অভীক্ষা: ১০, বাড়ির কাজ ও অনুসন্ধানমূলক কাজ: ১০)

ব্যবহারিক : ৩০ (খেলাধুলায় অংশগ্রহণ: ২০, খেলাধুলায় পারদর্শিতা: ১০)

তত্ত্বীয় অংশ

- কমপক্ষে ২টি শ্রেণি অভীক্ষা নিতে হবে। সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ১টি শ্রেণি অভীক্ষার নম্বর বিবেচনা করতে হবে।
- কমপক্ষে ২টি বাড়ির কাজ বা অনুসন্ধানমূলক কাজ মূল্যায়ন করতে হবে। সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ১টির নম্বর বিবেচনা করতে হবে।

ব্যবহারিক অংশ

- প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কমপক্ষে ১টি খেলায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
- মাঠে শিক্ষার্থীর খেলাধুলায় অংশগ্রহণ পর্যবেক্ষণ করে নম্বর প্রদান করতে হবে।

১৩। কৃষি শিক্ষা (১১৩)

পূর্ণমান : ১০০

নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক: কৃষি শিক্ষা, এনসিটিবি, ঢাকা

তত্ত্বীয় : ৬০ (শ্রেণি অভীক্ষা: ৪০, বাড়ির কাজ: ২০)

ব্যবহারিক : ৪০ (শ্রেণির কাজ: ৪০)

তত্ত্বীয় অংশ

- কমপক্ষে ৬টি শ্রেণি অভীক্ষা নিতে হবে। সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ৪টি শ্রেণি অভীক্ষার নম্বর বিবেচনা করতে হবে।
- প্রতিটি শ্রেণি অভিক্ষা ১০ নম্বরের হবে।
- শিক্ষা বছরে কমপক্ষে ৪টি বাড়ির কাজ মূল্যায়ন করতে হবে। সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ২টি কাজের নম্বর বিবেচনা করতে হবে।
- প্রতিটি বাড়ির কাজ ১০ নম্বরের হবে।

ব্যবহারিক অংশ

- শিক্ষা বছরে কমপক্ষে ৬টি ব্যবহারিক কাজ দিতে হবে।
- সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ৪টি ব্যবহারিক কাজের নম্বর বিবেচনা করতে হবে।
- প্রতিটি ব্যবহারিক কাজ ১০ নম্বরের হবে।

১৪। গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (১১৮)

পূর্ণমান : ১০০

নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক: গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, এনসিটিবি, ঢাকা

তত্ত্বীয় : ৬০ (শ্রেণি অভীক্ষা: ৪০, বাড়ির কাজ: ২০)
ব্যবহারিক : ৪০ (শ্রেণির কাজ: ৪০)

তত্ত্বীয় অংশ

- কমপক্ষে ৬টি শ্রেণি অভীক্ষা নিতে হবে। সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ৪টি শ্রেণি অভীক্ষার নম্বর বিবেচনা করতে হবে।
- প্রতিটি শ্রেণি অভিক্ষা ১০ নম্বরের হবে।
- শিক্ষা বছরে কমপক্ষে ৪টি বাড়ির কাজ মূল্যায়ন করতে হবে। সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ২টি কাজের নম্বর বিবেচনা করতে হবে।
- প্রতিটি বাড়ির কাজ ১০ নম্বরের হবে।

ব্যবহারিক অংশ

- শিক্ষা বছরে কমপক্ষে ৬টি ব্যবহারিক কাজ দিতে হবে।
- সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ৪টি ব্যবহারিক কাজের নম্বর বিবেচনা করতে হবে।
- প্রতিটি ব্যবহারিক কাজ ১০ নম্বরের হবে।

১৫। উর্দু (১১৬)

যে কোন ভাষায় দক্ষতা অর্জন শোনা, বলা, পড়া ও লেখা এ চারটি দক্ষতার উপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে দক্ষতাসমূহ অর্জিত হলো কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হতে শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা নিচে বর্ণিত কার্যক্রম ও নম্বর অনুযায়ী মূল্যায়ন করতে হবে।

পূর্ণমান- ১০০

নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক: বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত বই

কার্যক্রম	**নম্বর**
শ্রেণির কাজ	২০
বাড়ির কাজ	২০
শ্রেণি অভীক্ষা	৬০
মোট	১০০

- শ্রেণির কাজ প্রধানত শোনা, বলা ও পড়ার দক্ষতা মূল্যায়ন করতে হবে। তবে শ্রেণির কাজের মাধ্যমে লেখার দক্ষতা ও মূল্যায়ন করতে হবে।
- বাড়ির কাজ মূল্যায়ন করে প্রধানত লেখা ও পড়ার দক্ষতা মূল্যায়ন করতে হবে।
- শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ ও শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের লেখার দক্ষতা মূল্যায়ন করতে হবে।
- প্রতিটি শ্রেণি অভীক্ষার জন্য ১০ নম্বর বরাদ্দ করতে হবে।
- শিক্ষা বছরে কমপক্ষে ৮টি শ্রেণি অভীক্ষা মূল্যায়ন করতে হবে। তবে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ৬টি শ্রেণি অভীক্ষর নম্বর বিবেচনা করতে হবে।
- শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা, কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ বিজ্ঞান, উর্দু ও ফার্সি বিষয়সমূহ অর্থাৎ ধারাবাহিক মূল্যায়নের আওতাভুক্ত বিষয়সমূহের মূল্যায়ন (শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ ও শ্রেণি অভীক্ষা) বিষয় শিক্ষক বিষয়ের জন্য ক্লাস রুটিনে নির্ধারিত সময়ে ধারাবাহিকভাবে শ্রেণিকক্ষেই সম্পাদন করবেন।

- ধারাবাহিক মূল্যায়নে বিষয়সমূহের মূল্যায়ন কোনোভাবেই কেন্দ্রীয়ভাবে অনুষ্ঠিত সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষার লিখিত পরীক্ষার সাথে নেওয়া যাবে না।

১৬। ফার্সি (১২৩)

যে কোন ভাষায় দক্ষতা অর্জন শোনা, বলা, পড়া ও লেখা এ চারটি দক্ষতার উপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রে দক্ষতাসমূহ অর্জিত হলো কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হতে শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা নিচে বর্ণিত কার্যক্রম ও নম্বর অনুযায়ী মূল্যায়ন করতে হবে।

পূর্ণমান- ১০০

নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক: বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত বই

কার্যক্রম	**নম্বর**
শ্রেণির কাজ	২০
বাড়ির কাজ	২০
শ্রেণি অভীক্ষা	৬০
মোট	১০০

- শ্রেণির কাজ প্রধানত শোনা, বলা ও পড়ার দক্ষতা মূল্যায়ন করতে হবে। তবে শ্রেণির কাজের মাধ্যমে লেখার দক্ষতা ও মূল্যায়ন করতে হবে।
- বাড়ির কাজ মূল্যায়ন করে প্রধানত লেখা ও পড়ার দক্ষতা মূল্যায়ন করতে হবে।
- শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ ও শ্রেণি অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের লেখার দক্ষতা মূল্যায়ন করতে হবে।
- প্রতিটি শ্রেণি অভীক্ষার জন্য ১০ নম্বর বরাদ্দ করতে হবে।
- শিক্ষা বছরে কমপক্ষে ৮টি শ্রেণি অভীক্ষা মূল্যায়ন করতে হবে। তবে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ৬টি শ্রেণি অভীক্ষর নম্বর বিবেচনা করতে হবে।
- শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা, কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ বিজ্ঞান, উর্দু ও ফার্সি বিষয়সমূহ অর্থাৎ ধারাবাহিক মূল্যায়নের আওতাভুক্ত বিষয়সমূহের মূল্যায়ন (শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ ও শ্রেণি অভীক্ষা) বিষয় শিক্ষক বিষয়ের জন্য ক্লাস রুটিনে নির্ধারিত সময়ে ধারাবাহিকভাবে শ্রেণিকক্ষেই সম্পাদন করবেন।
- ধারাবাহিক মূল্যায়নে বিষয়সমূহের মূল্যায়ন কোনোভাবেই কেন্দ্রীয়ভাবে অনুষ্ঠিত সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষার লিখিত পরীক্ষার সাথে নেওয়া যাবে না।

যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে এ বিজ্ঞপ্তি জারী করা হলো।

০৭/৩/২০১৮

(প্রফেসর ড. রিয়াদ চৌধুরী)
প্রকাশনা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোন: ৯৬১১৫৪০
e-mail: riadsp@gmail.com

অনুলিপি (জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে):

১. প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা (বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ);
২. পি ও টু চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
3. অফিস কপি।

একই স্মারক ও তারিখে প্রতিস্থাপিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

www.nctb.gov.bd

স্মরক নং-৩৭.০৬.০০০০.৪০২.২২.৩৪২.১৯(পার্ট-২)/২১৬৬(১)/৭ তারিখ: ২৭ .১২.২০২০ খ্রি.

বিষয়: দাখিল স্তরে ২০২১ শিক্ষাবর্ষ থেকে পরিমার্জিত ধারাবাহিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা কার্যকরের লক্ষ্যে নির্দেশনা জারি প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সৃষ্ট শিক্ষার্থীর শিখন ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে মাধ্যমিক স্তরে (ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত) পরিচালিত শিখন শেখানো কার্যক্রমের মূল্যায়ন ও অন্তর্বর্তীকালীন প্যাকেজের মূল্যায়ন ব্যবস্থা ধারাবাহিক মূল্যায়নের আওতায় আনা হয়েছে বিধায় প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতি পরিমার্জন করা হয়েছে। ২০২১ শিক্ষাবর্ষ থেকে দাখিল স্তরে পরিমার্জিত ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি ও ব্যবস্থা কার্যকরের লক্ষ্যে একটি নির্দেশনা/পরিপত্র জারি করা প্রয়োজন।

আপনার নির্দেশনা জারির জন্য পরিমার্জিত ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি ও ব্যবস্থা এতদসংগে সংযুক্ত করা হলো।

২৭/১২/২০২০

(প্রফেসর নারায়ন চন্দ্র সাহা)
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড,বাংলাদেশ।
ফোন:৯৫৬৫৪৩২

চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

স্মারক নং- ৩৭.০৬.০০০০.৪০২.২২.৩৪২.১৯(পার্ট-২)/২১৬৬(১)/৭/২০২১(২)/৮, তারিখ-৩০/১২/২০২০

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি:

১. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
২. সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা, মন্ত্রণালয়
৩. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর,বাংলাদেশ
৪. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
৫. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
৬. পিএ টু চেয়ারম্যান, এনসিটিবি
৭. পিএ টু সচিব, এনসিটিবি
৮. সংরক্ষণ নথি।

দাখিল স্তরে ২০২১ শিক্ষাবর্ষ থেকে পরিমার্জিত ধারাবাহিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা কার্যকরের লক্ষ্যে নির্দেশনা

শিক্ষার্থীর শিখন অর্জনের মাত্রা নির্ণয় করার জন্য বর্তমান শিক্ষা কার্যক্রমে সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ধারায় দু'ধরনের শিক্ষার্থী মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। যেমন-
ক. শিখনকালীন বা ধারাবাহিক মূল্যায়ন, এবং
খ. সামষ্টিক মূল্যায়ন।

শিখনকালীন বা নির্দিষ্ট পাঠশেষে শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন যাচাই করার জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু রয়েছে। আবার নির্দিষ্ট সময়শেষে বা কার্যক্রমশেষে সাময়িক পরীক্ষা, বার্ষিক পরীক্ষা, পাবলিক পরীক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের জন্য সামষ্টিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।
শিক্ষার্থী মূল্যায়নে ধারাবাহিক ও সামষ্টিক উভয় প্রকার মূল্যায়নেরই প্রয়োজন রয়েছে। তবে ধারাবাহিক মূল্যায়নের গুরুত্ব অনেক বেশি। কেননা-

- ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন ঘাটতি নিরূপণ করে তাৎক্ষণিক ফিডব্যাক প্রদান ও নিরাময়মূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায়;
- শিক্ষার্থীর শোনা, বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা ইত্যাদি প্রত্যক্ষভাবে স্বল্পসময়ে মূল্যায়ন করে ফিডব্যাক দেওয়া যায়;
- শিক্ষার্থীর আবেগিক ও মনোপেশিজ শিখনক্ষেত্রের অর্জিত দক্ষতার অগ্রগতি প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ করে উন্নয়নের পদক্ষেপ নেওয়া যায়;
- শিক্ষার্থীর হাতে-কলমে ব্যবহারিক কাজ করার প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরামর্শ দেওয়া যায়;
- আত্ম-প্রতিফলনের মাধ্যমে শিখন শেখানো কার্যক্রমের যথার্থতা ও কার্যকারিতা যাচাই করে শিখন শেখানো কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা যায়।

ষষ্ঠ থেকে নবম- দশম শ্রেণিতে বর্তমানে প্রচলিত ধারাবাহিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা

১. শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য/শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা ২. কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা/ক্যারিয়ার শিক্ষা ৩. চারু ও কারুকলা	১০০% নম্বর
উপরোক্ত বিষয় ব্যতীত প্রতিটি বিষয়ে	২০% নম্বর

ধারাবাহিক মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও নম্বর বন্টন

শ্রেণি/বিভাগ		কোর্স ওয়ার্কের নম্বর		মোট
৬ষ্ঠ-১০ম, (৯ম-১০ম শ্রেণির বিজ্ঞান/ব্যবহারিক বিষয় ব্যতিরেকে)	শ্রেণির কাজ= ৫	বাড়ির কাজ বা অনুসন্ধানমূলক কাজ= ৫	শ্রেণি অভীক্ষা= ১০ (প্রতি সাময়িকে দুইটি পরীক্ষা)	মোট= ২০
৯ম-১০ম শ্রেণি বিজ্ঞান/ব্যবহারিক বিষয়	ব্যবহারিক খাতা=৫	শ্রেণিতে ব্যবহারিক কাজ= ১৫	মৌখিক=৫	মোট= ২৫

সূত্র: ওএম/১১-সম/২০১২/৭৮১ তারিখ: ২৭/০৫/২০১৪ খ্রি., মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ।

ধারাবাহিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা পরিমার্জনের যৌক্তিকতা

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে ধারাবাহিক মূল্যায়নের গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা-

(১) কোভিড-১৯ মহামারির কারণে দীর্ঘসময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় ২০২০ শিক্ষাবর্ষে সৃষ্ট মাদ্রাসার শিক্ষার্থীর শিখন ঘাটতি পূরণ কল্পে ২০২১ শিক্ষাবর্ষের শিখন-শেখানো কার্যক্রমের পুরোটাই ধারাবাহিক মূল্যায়নের আওতায় আনা হবে।

(২) ২০২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে কার্যকর যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রমের চাহিদা মোতাবেক প্রজেক্টভিত্তিক শিখন শেখানো কার্যক্রমের মূল্যায়নের সাথে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদেরকে পূর্বেই পরিচিত ও অভ্যস্ত করানো।

(৩) ইতোমধ্যে প্রণীত অন্তর্বর্তীকালীন প্যাকেজের মূল্যায়ন ধারাবাহিক মূল্যায়নের আওতায় হবে বিধায় এর গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৪) ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সংগে সংগতিপূর্ণ। সামষ্টিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শুধু বুদ্ধিবৃত্তিক শিখনক্ষেত্রের মূল্যায়ন সম্ভব। শিক্ষাক্রমে নির্দেশিত আবেগিক ও মনোপেশিজ শিখনক্ষেত্রের মূল্যায়নের কথাও বলা হয়েছে। সুতরাং শিখন শেখানো কার্যক্রমকে আরও অর্থবহ করার লক্ষ্যে ধারাবাহিক মূল্যায়নের উপর জোর দেওয়া দরকার।

(৫) ধারাবাহিক মূল্যায়নের আওতায় শিক্ষার্থী স্ব-মূল্যায়নের মাধ্যমে তার শিখন ঘাটতি চিহ্নিত করে নিরাময়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

ধারাবাহিক মূল্যায়নে যেহেতু শিক্ষার্থীদের গ্রেড বা অবস্থান নির্ণিত হয় না, সেহেতু তারা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে না শিখে সহযোগিতার মাধ্যমে শেখে। এতে তাদের মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে উঠে।

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সৃষ্ট শিক্ষার্থীর শিখন ঘাটতি নিরসনকল্পে পরিচালিত শ্রেণি কার্যক্রমের মূল্যায়ন এবং অন্তর্বর্তীকালীন প্যাকেজের মূল্যায়ন ধারাবাহিক মূল্যায়নের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এর আওতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই ধারাবাহিক মূল্যায়ন ব্যবস্থার ক্ষেত্র বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

গত ১০ই ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে এনসিটিবিতে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির প্রচলিত ধারাবাহিক মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে পরিমার্জন করার সুপারিশ করা হয়। উল্লেখ্য, এনসিটিবির চেয়ারম্যান, প্রফেসর নারায়ন চন্দ্র সাহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক, মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন বাংলাদেশ পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিট, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এর তথ্যজ্ঞব্যক্তি, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা, ঢাকা শহরের কয়েকটি বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার শিক্ষকবৃন্দ এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। এ কর্মশালায় প্রচলিত ধারাবাহিক মূল্যায়ন ব্যবস্থার আওতা বৃদ্ধি করে শতকরা ২০ নম্বরের স্থলে শতকরা ৩০ নম্বর করে ধারাবাহিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা পরিমার্জনের প্রস্তাব করা হয়।

প্রস্তাবিত ধারাবাহিক মূল্যায়নের ক্ষেত্র ও নম্বর বন্টন:

১. শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য/শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা ২. কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা/ক্যারিয়ার শিক্ষা ৩. চারু ও কারুকলা	১০০% নম্বর
উপরোক্ত বিষয় ব্যতীত প্রতিটি বিষয়ে	৩০% নম্বর

ক্ষেত্র	নম্বর
ক. শ্রেণির কাজ	১০ %
খ. বাড়ির কাজ, নির্ধারিত কাজ, অনুসন্ধানমূলক কাজ ও প্রজেক্ট	১০ %

গ. শ্রেণি অভীক্ষা	১০ %
মোট	৩০ %

শ্রেণি/বিভাগ		কোর্স ওয়ার্কের নম্বর		মোট
৯ম-১০ম শ্রেণি বিজ্ঞান/ব্যবহারিক বিষয়	ব্যবহারিক খাতা=৫	শ্রেণিতে ব্যবহারিক কাজ= ১৫	মৌখিক=৫	মোট= ২৫

উল্লেখ্য,দাখিল স্তরের (ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণি) মাদ্রাসা শিক্ষাক্রম ২০১২ এ মাদ্রাসা শিক্ষার ৪টি বিশেষায়িত বিষয় যেমন- কুরআন মাজিদ ও তাজভিদ, হাদিস শরিফ, আকাইদ ও ফিক্‌হ এবং আরবি এর জন্য শতকরা ৩০ নম্বর ধারাবাহিক মূল্যায়নের আওতায় আনার জন্য নির্দেশনা রয়েছে।

শতকরা ১০০ নম্বরের নির্ধারিত ৩টি বিষয় এবং ব্যবহারিক বিষয় ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের প্রতিটি বিষয় শিক্ষক (Subject Teacher) স্ব স্ব বিষয়ে প্রতি শিক্ষার্থীকে ৩০% নম্বরের জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং ৭০% নম্বরের জন্য সামষ্টিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন। সামষ্টিক মূল্যানের জন্য নির্ধারিত ৭০% নম্বরকে ৪০% নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নে এবং ৩০% নম্বর বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য বরাদ্দ করা যেতে পারে।

(১) শ্রেণিতে সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন

- শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে শিক্ষার্থী কর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কাজ শ্রেণির কাজ হিসাবে বিবেচিত। বিষয়ভেদে শ্রেণির কাজের ধরনে তারতম্য থাকতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রশ্নের উত্তর বলা বা লেখা, আঁকা (চিত্র/ছবি, সারণি, মানচিত্র, লেখচিত্র), দলগত কাজ আলোচনা ও বিতর্কে অংশগ্রহণ, ভূমিকাভিনয়, ব্যবহারিক কাজ-এ ধরনের সব কিছুই শ্রেণির কাজ। বাংলা, ইংরেজি ও আরবি বিষয়ে শোনা, বলা, পড়া, লেখা ইত্যাদি শ্রেণির কাজ হিসাবে বিবেচিত হবে।
- প্রতিটি বিষয়ের জন্য প্রতি সাময়িকে তিনটি শ্রেণির কাজের মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে। যেসব বিষয়ে ব্যবহারিক কাজ আছে (যেমন বিজ্ঞান, কৃষিশিক্ষা, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা ইত্যাদি) ঐসব বিষয়ে একটি ব্যবহারিক কাজ ও দুইটি শ্রেণির কাজের রেকর্ড রাখা হবে।
- বিষয় শিক্ষক কর্তৃক নিয়মিতভাবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নির্ধারিত নির্দেশকের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হবে এবং প্রতি দুই মাসে একবার করে প্রতি সাময়িকে অর্থাৎ ছয় মাসে ৩ বার মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে।

শ্রেণিতে সম্পাদিত কাজ মূল্যায়নের নির্দেশক

শ্রেণির কাজকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়:

(ক) লিখিত কাজ (অঙ্কনসহ)
(খ) মৌখিক উপস্থাপন
(গ) ব্যবহারিক কাজ

লিখিত কাজ (অঙ্কনসহ) মূল্যায়নের নির্দেশক

ক. বিষয়বস্তুর সঠিকতা
খ. বানান ও বাক্য গঠনের সঠিকতা
গ. উত্তরের পূর্ণাঙ্গতা
ঘ. পরিচ্ছন্ন উপস্থাপন

মৌখিক উপস্থাপন (প্রশ্ন-উত্তর, আবৃত্তি, উপস্থাপনা) মূল্যায়নের নির্দেশক

ক. শ্রবণযোগ্যতা

খ. উচ্চারণের স্পষ্টতা ও সঠিকতা

গ. আত্মবিশ্বাস

ঘ. বিষয়বস্তুর সঠিকতা

ব্যবহারিক কাজ মূল্যায়নের নির্দেশক

ক. প্রক্রিয়া অনুসরণ

খ. উপকরণ ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার

গ. কাজে আগ্রহ

ঘ. পারস্পরিক সহযোগিতা

ঙ. সম্পাদিত কাজের যথার্থতা

দলগত কাজ মূল্যায়নের নির্দেশক

ক. সক্রিয় অংশগ্রহণ (আগ্রহ, সহযোগিতা, শৃঙ্খলা পর্যবেক্ষণ)

খ. বিষয়বস্তুর সঠিকতা

গ. অপরের বক্তব্য শোনার মানসিকতা

ঘ. সিদ্ধান্ত গ্রহণ/ ঐকমত্যে উপনীত হওয়া

ভূমিকাভিনয় মূল্যায়নের নির্দেশক

ক. বিষয়বস্তুর প্রতিফলন

খ. স্বতঃস্ফূর্ততা

গ. অভিনয় দক্ষতা ও বাচনভঙ্গি

বিতর্ক মূল্যায়নের নির্দেশক

ক. উপস্থাপন কৌশল

খ. বাচনভঙ্গি ও উচ্চারণ

গ. যুক্তি প্রদানের ক্ষমতা

ঘ. যুক্তি খন্ডন

ঙ. তত্ত্ব ও তথ্যের ব্যবহার

(২) শ্রেণির বাইরে সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন

বাড়ির কাজ, নির্ধারিত কাজ, অনুসন্ধামূলক কাজ, প্রজেক্ট ইত্যাদি যা শ্রেণির কক্ষের বাইরে সম্পাদিত হয় এসব এ শ্রেণিভুক্ত। বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ে দুইটি বাড়ির কাজ ও একটি নির্ধারিত কাজ/ অনুসন্ধানমূলক কাজ বা প্রজেক্টের মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে।

শ্রেণির বাইরে সম্পাদিত কাজ (বাড়ির কাজ) মূল্যায়নের নির্দেশক

ক. নির্দিষ্ট সময়ে জমাদান

খ. নিজে কাজ করা

গ. শব্দ ও বাক্য গঠনের সঠিকতা

ঘ. বিষয়বস্তুর সঠিকতা

নির্ধারিত কাজ/অনুসন্ধানমূলক কাজ/প্রজেক্ট মূল্যায়নের নির্দেশক

ক. নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ

খ. অনুধাবন ক্ষমতা

গ. মৌলিকতা

ঘ. তত্ত্ব ও তথ্যের সঠিক ব্যবহার

(৩) শ্রেণি অভীক্ষা

প্রতিটি অধ্যায় শেষে শ্রেণি অভীক্ষা নেয়া হবে। তবে অধিক নম্বর প্রাপ্ত অভীক্ষার নম্বর রেকর্ড রাখা হবে। শ্রেণি অভীক্ষার উত্তরপত্র শিক্ষার্থীকে দেখাবার পর ফেরত নিয়ে সংরক্ষণ করা হবে। যেসব বিষয়ে ব্যবহারিক কাজ আছে ঐসব বিষয়ে দুইটি ব্যবহারিক ও একটি লিখিত অভিক্ষার রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে। অন্যান্য বিষয়ে তিনটি লিখিত অভিক্ষার রেকর্ড সংরক্ষণ করা হবে। ব্যবহারিক কাজের মূল্যায়নের নির্দেশক শ্রেণিতে সম্পাদিত ব্যবহারিক কাজের অনুরূপ হবে। শ্রেণি অভীক্ষা লিখিত বা ব্যবহারিক হবে।

শ্রেণি অভীক্ষা মূল্যায়নের নির্দেশক

ক. বিষয়বস্তুর সঠিকতা

খ. বানান ও বাক্য গঠনের সঠিকতা

গ. উত্তরের পূর্ণাঙ্গতা

ঘ. পরিচ্ছন্ন উপস্থাপন

উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর ভিত্তিতে ২০২১ শিক্ষাবর্ষ থেকে ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণিতে ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি কার্যকর করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।